সেতাবগঞ্জ সুগার মিলস্ লিঃ
সেতাবগঞ্জ, দিনাজপুর ।

চিনিকলের নামঃ সেতাবগঞ্জ সুগার মিলস্ লিঃ।

অবস্থানঃ দিনাজপুর জেলার বোচাগঞ্জ উপজেলায় মুশিদহাট মৌজায়।

প্রতিষ্ঠাকালঃ ১৯৩৩ সাল, পুনঃস্থাপিত ১৯৮২ সাল।

চিনিকল ও প্রতিষ্ঠানের এলাকার ছবি :-

সিরাপ ট্যাঙ্ক

সেন্ট্রিফিউগ্যাল মেশিন

আরভিএফ

ইভাপোরেটর

বয়লিং হাউজ ১

বয়লিং হাউজ ২

টারবাইন

মোলাসেস ট্যাঙ্ক

ব্যাগাস কেরিয়ার

মিল রোলার

ব্যাগাস

কেইন ইয়ার্ড

কল এলাকার মোট আয়তন কত ?

কল এলাকার মোট আয়তন ১৬৪৫৫০.০০ একর।

মোট চাষের জমির পরিমাণ কত?

আখ চাষ যোগ্য জমির পরিমাণ ১৭৫০০.০০ একর। ২০১৭-১৮ রোপণ মৌসুমে আখ চাষ হয়েছে ৪০১২.০০ একর।

চিনি বিক্রয়ের ধরণগুলো কি কি (ডিলারের মাধ্যমে, ফ্রি সেল, বস্তা, প্যাকেট, ইত্যাদি ছবিসহ) ?

ক) হোলসেল ডিলার, টিসিবি ডিলার, থানা/জেলা ডিলার. স্বয়ংক্রিয় শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান (ইপি এইচ)।

খ) ফ্রি সেল।

গ) সরকারী খাতঃ সেনা বাহিনী, পুলিশ বাহিনী, বিজিবি, ফায়ার সার্ভিস।

ঘ) আখ চাষী ও মিল রেশন খাত ইত্যাদি।

আখ চাষ, চিনি উৎপাদন ও বিপণন

চিনিকলের বর্তমান সার্বিক সমস্যা সমূহ এবং সমস্যা থেকে উত্তরণের প্রস্তাবনা সমূহ কি কি?

- চিনি কলের প্রধান কাঁচা মাল আখ। আখ উৎপাদন ও কারখানায় আখ সরবরাহের সল্পতাই বর্তমানে চিনি কলের প্রধান সমস্যা।
- মাঝে মাঝে চাষিদের মাঝে নিয়মিত এবং সময়মত আখের মুল্য পরিশোধ করতে না পারা।
- মিল জোন এলাকায় জমির মূল মালিকগণ কর্তৃক আখ চাষ না করা এবং আখ চাষে এগিয়ে না আশা সহ পৃষ্ঠপোষকতা না করা।
- আখ দীর্ঘ মেয়াদী ফসল হওয়ায় আখ চাষের প্রতি সাধারণ চাষিদের অনিহা।
- মিল জোন এলাকায় ব্যাপক ভাবে ধান, গম, ভুট্টা আলু সহ বিভিন্ন স্বল্প মেয়াদী সবজীর ব্যাপক চাষাবাদ এবং অল্প সময়ে আর্থিক রির্টান কৃষকের নাগালে যায়।
- মিল জোন এলাকায় শ্রমিক সংকট আখ চাষে একটি বড় সমস্যা।
- শ্রমিকদের আখ ক্ষেতে কাজে অস্বীকৃতি এবং অন্যান্য উপায়ে সহজেই অর্থ উপার্জনের পথ সুগম থাকা।
- চিনিকল এলাকায় লিচু ও আম বাগানের ব্যাপক সম্প্রাসারণ।
- প্রান্তিক, দরিদ্র চাষিগণ কর্তৃক ধনীদের নিকট হতে জমি লীজ নিয়ে স্বল্প মেয়াদী ফসল আবাদ করে অল্প সময়ের মধ্যে অধিক লাভবান হওয়া।
- জমির লীজ মূল্য অনেক বেশী হওয়ায় সকলের পক্ষে জমি লীজ নিয়ে আখ চাষ করতে না পারা।
- মিল জোন এলাকায় ক্রপিং জোন না থাকা।
- পুরাতন জরাজীর্ণ যন্ত্রাংশের কারণে সরবরাহকৃত আখ হতে রস আহরন সহ চিনি উৎপাদন কম হওয়া।
- দক্ষ জনবলের অভাব।
- মাঠ পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মাঠ কর্মি ও কর্মকর্তা না থাকা।
- যথোপযুক্ত জবাবদিহীতার অভাব।

উত্তরনের প্রস্তাবনাসমূহঃ

- মিল জোন এলাকায় ক্রপিং জোন ঘোষণা করা।
- দক্ষ জনবল তৈরী করা সহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক মাঠ কর্মি ও কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান।
- কারখানা আধুনিকায়ন করা।
- চাষিদের মাঝে ক্রয়কৃত আখের মূল্য নিয়মিত ভাবে পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে শ্রমিক নির্ভরতা কমিয়ে যন্ত্র নির্ভর হওয়ার চেষ্টা করা।
- সকলকে জবাবদিহীতার আওতায় নিয়ে আসা।
- অন্যান্য ফসলের ন্যায় আখের ক্ষেত্রেও প্রদর্শণী প্ল্যান্ট স্থাপনে বীজ, সার, কীটনাশক বিনামূল্যে চাষিদের মাঝে সরবরাহ করা প্রয়োজন। আখ চাষ এলাকায় সেচ ব্যবস্থা উন্নয়ন ঘটিয়ে সেচের আওতাভুক্ত করা।

চিনিকলের উৎপাদনের পরিমাণ কমে যাবার কারণসমূহ বিস্তারিত। উৎপাদন বৃদ্ধিতে কি কি উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল ? আর কি কি করণীয়?

ক) কাচামাল/আখের স্বল্পতা।
খ) স্বল্প মেয়াদী ফসলের মূল্য বেশি হওয়ায় এর আবাদে চাষীদের আগ্রহী বৃদ্ধি পারচ্ছে।
গ) আখ চাষের প্রাথমিক খরচ বেশি।
ঘ) জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে জমি খন্ডে খন্ডে বিভক্ত হয়েছে এতে খাদ্য শস্য বৃদ্ধি পেয়ে
ঙ) জমিতে যথাযথ সেচ সুবিধা ব্যবস্থা না থাকা।
চ) কৃষিকের চাহিদা মত অন্যান্য ফসলের ন্যায়ে যখন তখন আখ বিক্রয় করতে না পারা।

স্থানীয়ভাবে আখের চাষ বৃদ্ধিতে কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল? আর কি কি গ্রহণ করা যেতে পারে ? মিল পর্যায় হতে আখ চাষ বৃদ্ধির জন্য যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

- ব্যক্তিগত ভাবে চাষীদের সাথে যোগাযোগ।
- খামার দিবস আয়োজন।
- ফলাফল প্রদর্শনী সভা আয়োজন।
- পদ্ধতি প্রদর্শনী সভা আয়োজন।
- শিক্ষামূলক ভ্রমনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

- ইক্ষু চাষি প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- চাষি সম্মেলনের আয়োজন।
- সংবাদ বুলেটিন প্রচার।
- পোষ্টারিং।
- মাইকিং।
- সকাল সন্ধ্যায় উঠান বৈঠক ও দলীয় সভার মাধ্যমে আখ চাষে উদ্বুদ্ধ করন।
- সকাল সন্ধ্যায় চাষিদের খামার ও গৃহ পরিদর্শন করে চাষিদের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ণ।
- মিল জোনে প্রতিটি ইউনিয়নের জন প্রতিনিধিদের সাথে অগ্রিম কর্মসূচী প্রনয়ণ পূর্বক আখ চাষ সংক্রান্ত সভা করে আখ চাষ বৃদ্ধির জন্য সহযোগিতা কামনা করা।
- বিভিন্ন নদীর চরাঞ্চলে অনাবাদী জমির মালিকদের সাথে যোগাযোগ করে আখ চাষ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে এবং চরাঞ্চলে প্রদর্শনী ক্ষেত স্থাপন পূর্বক এলাকার জনগণকে আখ চাষে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

ইক্ষুক্ষেত হতে চিনিকল সমূহে যোগাযোগের রাস্তাসমূহ কি উন্নতমানের ? এ বিষয়ে চিনিকল এর পক্ষ হতে কি ধরণের পদ ক্ষেপ গ্রহণ কর হয়েছে (ছবি সহ) ?

ক) সকল রাস্তা উন্নতমানের নয়, পর্যায়েক্রমে সংস্কারের পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে।

ইক্ষু সংগ্রহ কেন্দ্র (আখ সেন্টার) হতে আধূনিক পদ্ধতিতে ওজন, লোডিং সিষ্টেম এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে চিনিকলে আগমনের বিষয়ে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে (ছবি সহ)?

ক) ডিজিটাল ওজন যন্ত্রের মাধ্যমে আখ ওজন নিয়ে ট্রাক/ট্রাক্টর-টোলি যোগে চিনিকলে আনয়নের ব্যবস্থা চলমান আছে।

চিনি বিপণনে সমস্যাসমূহ কি কি ? এগুলো থেকে কি ভাবে উত্তরণ ঘটনো যায়?

ক) বাজারে বেসরকারী চিনিকলগুলোর (রিফাইনারী) চিনির মুল্যে সরকারী চিনির মূল্য অপেক্ষা কম থাকায় চিনি বিপননের প্রধান সমস্যা। এই সমস্যা থেকে উত্তরণ করতে হলে বেসরকারী পর্যায়ে আমদানীকৃত র-সুপার ও আমদানীকৃত চিনির মূল্যের সাথে অতিরিক্ত ভ্যাট ও কর আরাপ করা প্রয়োজন। এতে সরকারের রাজস্ব আয় আরোও বৃদ্ধি পারে।

চিনিকলের অধীনে চাষাবাদযোগ্য (আবাদী ও অনাবাদী) জমির সর্বোচ্চ ব্যবহারের জন্য কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে তার সাফল্যসহ বিস্তারিত বিবরণ?

ক) চিনিকলের অধীনে চাষাবাদ যোগ্য আখের জমিতে আখের সাথে সাথী ফসল হিসেবে ডাল, সবজি, তৈল ও মসলা জাতীয় ফসলের আবাদ করা হচ্ছে। এতে চাষীদের আখ উৎপাদন খরচ আনেকটা সমন্বয় করা সম্ভব হচ্ছে।

খ) চিনিকলের আওতাধীন কৃষি খামারের জমিতে আখ কাটার পর স্বল্প সময় প্রতিত জমিতে আলু মিষ্টি কুমড়া সহ অন্যান্য শাক-সবজি, ডাল ও তেল জাতীয় সফল এবং তরমুজ ও বাংগী ফলের আবাদ করা হচ্ছে।

গ) অনাবাদী জমি সমূহকে যথাযথা ব্যবস্থাপনা করে ড্রাগন, আম, লিচু, পেয়ারা, লেবু, পেপে ও ভিয়েতনামী নারিকেল সহ অধীন বাজার মূল্যের ফল-ফলাদীর বাগান করা হচ্ছে।

ঘ) চিনিকলের কৃষি খামারের জমিতে মৌ-চাষ করে বাড়তি আয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

ঙ) জরাজির্ন ও পরিত্যক্ত বাসস্থানে মাশরুম চাষের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।

চিনির বাই-প্রোডাক্ট ও এর ব্যবহার

কি কি বাইপ্রোডাষ্ট উৎপন্ন হয়? বিগত ১০ বছরে উৎপন্ন বাই প্রোডাক্ট উৎপন্নের পরিমাণ এবং বিক্রিয় পরিমাণ ও আয়ের পরিমাণ কত?

ক) চিনিকলে মোলাসেস,ব্যাগাস এবং প্রেসমাড বাই-প্রোডাক্ট উৎপন্ন হয়। বিগত ১০ বছরে উৎপন্ন বাই-প্রোডাক্ট এর পরিমাণ নিম্নে ছকে

উল্লেখ্য করা হলো।

মৌসুমী	বাই--প্রোডাক্ট উৎপন্নের পরিমাণ (মেঃটন)			বিক্রির পরিমাণ (মেঃটন)			আয়ের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)
	মোলাসেস	ব্যাগাস	প্রেসমাড	মোলাসেস	ব্যাগাস	প্রেসমাড	
২০০৮-০৯	২০৮৮	১৭৬৯১	১৪২০	২৮৩৯.০২	-	-	১৫৭.৯১
২০০৯-১০	১৭৩০	১৪৮০০	১১৯৮	৩৪৮.৯০	-	-	৪৯.০৬
২০১০-১১	২৬৯২	২৩২০৫	১৮৭৭	২৮৪৯.৭৯	-	-	৩৭৫.৭১
২০১১-১২	২২১৫	১৯০১৪	১৫৩৮	২৩৫৯.৭৪	-	-	১০১.৯৭
২০১২-১৩	২৪৮০	২১৩৭৮	১৭৪১	১০২৭.৩৬	-	-	৬৮.৫৮
২০১৩-১৪	২৭৯০	২৪১৬০	১৯৬৭	৩৭৪২.২৪	-	-	১৩৮.১২
২০১৪-১৫	১৫৬০	১৩৭৩৩	১০৯৫	৩৩৩১.২৩	-	-	১৭০.৪৪
২০১৫-১৬	১৭৬২	১৫২০৬	১২৪৪	১৫৮৪.৩০	-	-	১৫৮.৬৯
২০১৬-১৭	২২২০	১৯২৭৮	১৫৭০	১৫০০.০০	-	-	২২৮.৪২
২০১৭-১৮	২৪০৫	২০৭৫৫	১৬৭৪	১৪৬৬.০৭	-	-	১৮৮.৯৯

দক্ষ জনবল তৈরিতে গৃহীত উদ্যোগসমূহ কি কি?-

ক) দক্ষ জনবল তৈরিতে প্রতি বছর সদর দপ্তর কর্তৃক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। যা বর্তমানেও অব্যাহত আছে।

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য চিকিৎসা, যাতায়াত, আবাসনসহ অন্যান্য কি কি সুযোগ সুবিধা রয়েছে?

ক) চিনিকলের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য চিকিৎসা ভাতা, যাতাযাত ভাতা ও বাসস্থানের ব্যবস্থা রয়েছে। ইহা ছাড়াও কর্মকর্তাদের জন্য বদলীর ব্যবস্থা রয়েছে।

চিনিকলের সিবিএ'র সংখ্যা এবং তাদের সদস্য সংখ্যা কত?- ক) সিবিএ'র সংখ্যা ১ (এক) টি সদস্য সংখ্যা ১১ জন

চিনিকল হতে প্রতিবছর কি পরিমাণ অর্থ রাজস্ব খাতে জমা হয় (বিগত ১০ বছরের তথ্য)?

বিগত ১০ বছরের অর্থ রাজস্ব খাতে জমা

ক্রঃ নং	বিবরণ	২০০৮-০৯ সালের অর্থ	২০০৯-১০ সালের অর্থ	২০১০-১১ সালের অর্থ	২০১১-১২ সালের অর্থ	২০১২-১৩ সালের অর্থ	২০১৩-১৪ সালের অর্থ	২০১৪-১৫ সালের অর্থ	২০১৫-১৬ সালের অর্থ	২০১৬-১৭ সালের অর্থ	২০১৭-১৯ সালের অর্থ
০১	ভ্যাট ও আয়কর	৭৭.০৯	৫৭.৯৫	১৪৯.৭১	৫২.৬১	৩৭.৩১	৭১.৫৮	৮৩.০৬	১১৩.১৬	১৫৮.০২	১৩৭.৫৫

চিনিকলের যন্ত্রপাতি ও আধুনিকায়ন

চিনিকলের যন্ত্রপাতি সমূহের বর্তমান অবস্থার বিস্তারিত তথ্য?

ক) সি-কন্টিউনিয়াস সেন্ট্রিফিউগ্যাল মেশিনের আরপিএম কম হওয়ায় সঠিকভাবে মোলাসেস পার্জিং হয় না। (২টি ফোর ওর্য়াকার ও ১টি আফটার ওয়ারকার) মোট ৩টি সি কন্টিউনিয়াস সেন্ট্রিফিউগ্যাল মেশিন প্রয়োজন।

খ) আরভিএফ এর অবস্থা খারাপ কোন রকমে মেরামত করে চালানো হচ্ছে। নতুন ১টি আরভিএফ স্থাপন করা প্রয়োজন।

গ) ডিজেল জেনারেটর এর অবস্থা খুবই নাজুক ফুল লোডে চালানো যায় না। নতুন ১টি ৪০০ কিলোওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন ডিজেল জেনারেটর স্থাপন করা জরুরি প্রয়োজন।

বর্তমান চিনিকলমসূহের আধুনিকায়নের জন্য কি কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে? গ্রহণ করা হলে সেগুলোর বিস্তারিত বর্ণনাসহ উপস্থাপন করন?

ক) আধুনিকায়নের জন্য কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। তবে বর্তমানে মোলাসেস হতে এ্যালকোহল উৎপাদনের জন্য ১টি
ডিষ্টিলারী প্লান্ট স্থাপন করা জরুরি প্রয়োজন।

গবেষণা

চিনিকলে আধুনিক গবেষণাগার রয়েছে কি ? যদি না থাকে সে বিষয়ে কি কি পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে তা সুনির্দিষ্টভাবে উপস্থাপন করণ?

ক) আধুনিক গবেষণাগার নাই অধিকু চিনি সমদ্ধ আখের জাত উদ্ধবণের জন্য ১টি গবেষণাগার স্থাপন করা যেতে পারে।

চিনি নীতিমালা

ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলংকার চিনি সংক্রান্ত নীতিতে কি কি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে? চিনি সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে চিনি নীতিমালায়?

বাংলাদেশ চিনি সংক্রান্ত নীতিতে কি কি বিষয় অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে?

ক) উন্নতমানের ইক্ষু বীজ ও কৃষি উপকরণ সরবরাহ করতে হবে। আখ সরবরাহ করার ৩ (তিন) দিনের মধ্যে আখের মূল্যে ১০০% পরিশোধ করতে হবে। আখ চাষীদের উন্নত প্রযুক্তিতে আখ আবাদে ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করতে হবে। আমদানীকৃত সকল চিনির বিপণন ক্ষমতা বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের উপর ন্যাস্ত করতে হবে।

বেসরকারি চিনিকলসমূহ সরকারের কাছে কি কি সুবিধা পাচ্ছে আর সরকারি চিনিকলসমূহ কি কি সুবিধা পাচ্ছে তার তুলনামূলক বর্ণনা?

ক) বেসরকারী পর্যায়ে চিনি কলগুলো ব্যাংক থেকে স্বল্প সুদে ঋণ নিয়ে বিদেশ থেকে র-সুগার আমদানী করে দেশের বাজারে সরকারী চিনির মূল্য অপেক্ষায় কম মূল্যে বিক্রয় করছে। সরকারী চিনি কলগুলো এধরণের কোন সুযোগ পাচ্ছে না।

পরিবেশ সুরক্ষা

চিনিকলের পরিবেশ সুরক্ষায় কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

ক) পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রনের জন্য ETP প্লvন্ট বসানোর ব্যাপারে সরকারীভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।